শেরপুর জেলার ছড়া কবিতা ও পুথিসাহিত্য

– মোস্তাফিজুল হক

শেরপুর প্রকৃতির এক স্নিগ্ধ রাজপুত্র। গারো পাহাড় মাথার মুকুট আর ব্রহ্মপুত্রের জলে সিক্ত পদযুগল তথা উর্বর ভূমির জেলা। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ছড়া বা ঝরনা তথা মৃগী, মালিঝি, ভোগাই, চেল্লাখালী, মহারশি(আদি নাম মহাঋষী)র জলে বিধৌত শ্যামল শস্য-ভাণ্ডার। ব্রহ্মপুত্রের বয়ে পলিমাটির উর্বরতায় ফুলফসলের ঘ্রাণে স্নিগ্ধ এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয় মাটির মতোই কোমল। ঝরনার জলে সিক্ত প্রাণ কবিতার মতোই ভাবপ্রবণ আর ছড়ার মতোই ছন্দোবদ্ধ। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে সমগ্র ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে শেরপুর একটি প্রসিদ্ধ নাম। দেশের ছোট্ট সুন্দর আর মায়াবী এই প্রান্তিক জেলাটি অতি প্রাচীনকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মোগল শাসনামলে 'দশকাহনীয়া বাজু' নামে পরিচিত ছিল। গাজী বংশের শেষ জমিদার বহুল আলোচিত ও পরবর্তীতে সংসার ত্যাগী সিদ্ধপুরুষ শেরআলী গাজীর নামানুসারে দশকাহনীয়া থেকে শেরপুর নামকরণ হয়। শেরপুর বাংলাদেশের হাতে গোণা কয়েকটি অন্যতম প্রাচীন পৌর শহরের একটি। এ শহর 'শেরপুর টাউন' নামেই সমধিক পরিচিত। ময়মনসিংহ পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার একদিন আগে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেরপুরকে জেলা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কলঙ্কিত ও শোকাবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি জেলায় উন্নীত হয়। শেরপুর জেলার কবিতা, ছড়া ও পুথি সাহিত্য নিয়ে আলোচনার আগে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র তৈরির ইতিহাস নিয়ে কিছুটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুরের মাটিতে সংঘবদ্ধ সাহিত্যচর্চার সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষানুরাগী জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মহাপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম অগ্রগণ্য। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'বিদ্যোন্নতি সাহিত্য চক্র' গঠিত হয়। জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের ফলে শেরপুরে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রও তৈরি হয়। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্র শেরপুরে স্থাপিত হয়। ছাপাখানাকে ঘিরে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিকাশে শেরপুরে এক নতুনযুগের সূচনা হয়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে চারুপ্রেস থেকে জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক চারুবার্তা' নামে পত্রিকা প্রকাশনার উন্মেষ ঘটে। চারুবার্তা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ খিষ্টাব্দে শেরপুর বিজ্ঞাপনী প্রেস থেকে 'সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী সংবাদ' প্রকাশিত হয়। জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও জমিদার হরিকিশোর রায় চৌধুরী 'সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী সংবাদ' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক আর শ্রী জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ছিলেন সম্পাদক। জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন 'হেমাঙ্গ লাইব্রেরি'। এ লাইব্রেরিতে প্রায় ৩০ হাজার বই ছিল। হরচন্দ্র রায় চৌধুরী বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থসমূহ– 'উপাসনোল্লাসিনী', 'শ্রীবৎস উপাখ্যান', 'সেরপুর বিবরণী', (১৮৭২) 'বংশানুচরিত', (১৮৮৬) 'জীবনের নশ্বরত্ব', 'সেরপুরের বংশাবলী', মানুষের মহত্ব, 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির কর্মকাণ্ড' ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, তাঁর এ বইগুলোর কোনোটিই কাব্যগ্রন্থ না হলেও কাব্যচর্চার বিকাশে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং তিনি 'শেরপুর' নামটি 'দন্ত-স' দিয়ে লিখতেন।

শেরপুরের কবিতা, ছড়া পুথিসাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের শুরুতে বাংলা সাহিত্যে শেরপুরের বুকে জন্ম গ্রহণকারী কবি, ছড়াকার পুথিকারগণ বেশ ইতিবাচক ভূমিকা রেখে গেছেন। নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল কবি, ছড়াকার ও পুথিকারগণ ইতোমধ্যেই শেরপুর জেলার ছড়া, কবিতা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে দেশ ও দেশের বাইরে নতুন করে চেনাতে শুরু করেছেন। আশা করা যায় খুব দ্রুতই শেরপুরের কবিসাহিত্যিকগণ রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত হবে।

শেরপুরের কবি, লোককবিতা, কবিতা, গীতিকবিতা ও কাব্যগ্রন্থ:

প্রাককথন: ২০০২ থেকে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল শেরপুর জেলার কবিতা চর্চাকে বিশেষভাবে বেগবান করে। এসময় প্রথিতাযশা কবি কামাল চৌধুরী ছিলেন শেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সাহিত্যআড্ডার আয়োজন করতেন। শেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক ও বর্তমানে নজরুল ইনস্টিটিউট এর নির্বাহী পরিচালক (অতি. সচিব) কবি মোহাম্মদ জাকীর হোসেন এর অবদান অনস্বীকার্য।

শেরপুর জেলার প্রথম কবি: অন্তঃপুরবাসিনীর ভেতর হেমবতী চৌধুরীই সর্বাগ্রে কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন। হৈমবতী হরচন্দ্রের প্রথমা কন্যা। হরচন্দ্র চৌধুরীর সাহিত্যমনস্ক কার্যক্রমই হৈমবতীর কবি হয়ে উঠার মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে হরচন্দ্র চৌধুরীর আগ্রহে জমিদার বাড়িতে নিয়মিত নাট্যচর্চা ও প্রদর্শনীর প্রভাবেই বর্ণিল হয়েছে নয়আনি জমিদার বাড়ির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। তখন জমিদারকন্যা হৈমবতীর কবিতা কেদার নাথ মজুমদারের সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তবে তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি তৈরি হলেও প্রকাশ হয়নি।

অন্তঃপুরে বেশি উচ্চকিত ছিলেন হরচন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয় সন্তান হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী হিরন্ময়ী চৌধুরী। এই উত্তর জনপদে তিনিই প্রথম নারী, যাঁর লেখা একদিকে 'সৌরভ' অন্যদিকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ হতো। হিরন্ময়ী নয়আনী জমিদার বাড়ির পুত্রবধূ হলেও তাঁর কাজের স্বীকৃতি বা স্মৃতি ধরে রাখতে শুধু নয়আনি জমিদার নয়, আড়াইআনি জমিদার বাড়ির নানান তৎপরতাও চোখে পড়ে। আড়াইআনী জমিদার গোপাল দাস চৌধুরী তাঁর পিতার নামে স্কুল(বর্তমান জি. কে স্কুল) প্রতিষ্ঠা করে পাঁচ হাজার বইয়ের সমন্বয়ে 'হিরন্ময়ী লাইব্রেরি' স্থাপন করেন। এ লাইব্রেরিতে তালপাতার পুথিও সংরক্ষিত ছিল বলে জানা যায়।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের গুরুত্ব বিবেচনায় কবি হিরন্ময়ী চৌধুরী শেরপুর জেলার প্রথম নারী কবি। হিরন্ময়ী চৌধুরীর 'পুষ্পাধার' কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেন জমিদার গোপাল দাস চৌধুরী। তবে দুঃখজনক ঘটনা যে কাব্যগ্রন্থটি কারোর কাছেই সংরক্ষিত নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শেরপুর থেকে বেশকিছু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রামনাথ বিদ্যাভূষণের সংখ্যামতে 'শ্রীমদভগবত গীতা'র পদ্যানুবাদ। শেরপুরের জমিদার রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরীর 'হরিনাম নিকুঞ্জ রহস্য কবিতা', 'রাগানুগাদীপিকা', 'বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রা পদ্ধতি' কাব্যগ্রন্থ। জমিদার হরগোবিন্দ লস্করের 'রাবণ বধ' ও 'দশাশ্বমেধ' কাব্যগ্রন্থ। ধরণী ধর দত্তের 'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুর', 'মগের মুল্লুক' কাব্যগ্রন্থ। যামিনী কিশোর রায়ের 'জীবন যাপন', 'বঙ্গোচ্ছ্বাস' উল্লেখযোগ্য।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল: ৩০শে মে, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর সদর উপজেলার যোগিনীমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি বর্তমান সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য কবি এবং শেরপুর জেলার প্রধানতম কবি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৭৫টি। তিনি মূলত কবি হলেও শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করছেন। তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলা থেকে শুরু করে নগরায়ণ, নাগরিক জীবন, জীবনের জটিলতা, প্রেম, পরবাস, পরাবাস্তবতার মতো বিষয় প্রতিফলিত হয়। তিনি বর্তমান বাংলা কবিতার মূলধারাকে শাণিত করে বাঁকবদল ও বিবর্তনে ভূমিকা রাখছেন। কবিতায় যুক্ত করছেন নতুন টার্ম, নতুন ফর্ম। তাঁর 'তিন মিনিটের কবিতা' গ্রন্থটি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'যুদ্ধ শিশুর জীবন যুদ্ধ' 'পড়ার বই ছড়ার বই', 'শিল্পসাহিত্যে শেখ মুজিব' ইত্যাদি। তাঁর লেখা বেশ কিছু গান ও নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন এবং ১৯৭১ নিয়ে গবেষণা করছেন। ছাত্রাবস্থায় হিসেবে সাংবাদিকতার জীবন শুরু। ১৯৮০

সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়।

শিহাব শাহরিয়ার: ১৯৬৭ সালের ২০ মার্চ, শেরপুর শহরের নিকটবর্তী যোগিনীমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছোটকাগজ সম্পাদক ও উপস্থাপক। গল্প দিয়ে তাঁর লেখালেখি শুরু। এরপর কবিতা, প্রবন্ধ। তিনি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এর সহোদর এবং অনুজ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'হাওয়ায় রাত ভাসে ভাসে নিদ্রা', 'ফড়িঙের পাখা পোড়ে', 'নদীর তলপেট ফোঁড়ে উড়ে যায় রোদ', 'আমি দেখি অন্য আকাশ : নির্বাচিত কবিতা', 'যখন ভাঙে নক্ষত্র', 'মাতাল মেঘের ওড়াউড়ি'। গল্পগ্রন্থ- 'ঘাটে নদী নেই'। প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'নরম রোদের আলোয়'। এছাড়া রয়েছে চারটি গবেষণাগ্রন্থ। এগুলো হলো 'বাংলাদেশের পুতুলনাচ', 'বাংলাদেশের হাজং জনগোষ্ঠী', 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা শেরপুর' সম্পাদিত ছোটকাগজ 'বৈঠা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করা ড. শিহাব শাহরিয়ার বর্তমানে জাদুঘরে কিউরেটর হিসেবে কর্মরত আছেন।

সুমন সাজ্জাদ: জন্ম ৮ মে ১৯৮০, বিষ্ণুপুর, শেরপুর। মূলত কবি। মাঝে মাঝে গল্প লেখেন। লিখেছেন রম্যরচনা। অনুবাদ করেছেন প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন ভাষার কবিতা। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, শিশু-কিশোর গল্প ও অনুবাদ মিলিয়ে মোট বইয়ের সংখ্যা ১০। কবিতা : 'পতনের শব্দগুলো'(২০০৭), 'ইশক'(২০১৪), 'নীলকণ্ঠের পালা'(২০১৪), 'প্যাপিরাসে লেখা'(২০১৬); প্রবন্ধ : 'প্রকৃতি, প্রান্তিকতা ও জাতিসত্তার সাহিত্য'(২০১১), 'আধুনিকতা ও আত্মপরিচয়'(২০১৬); রম্যগদ্য : 'রসেবশে বারোমাস'(২০১৫); অনুবাদ: 'হোমারের দেশ থেকে'(২০১৬), লাতিন কবিতা : 'উজান স্রোতের তরী'(২০১৭); শিশু-কিশোর গল্প : 'পাখি, পরি ও নাইটকুইনের গল্প'(২০১৮)। প্রকৃতি, প্রান্তিকতা ও জাতিসত্তার সাহিত্য বইয়ের জন্য ২০১১-তে পেয়েছেন 'এইচএসবিসি-কালি ও কলম তরুণ লেখক পুরস্কার'। পেশায় শিক্ষক– বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রণজিত নিয়োগী: কবি ও চিত্রশিল্পী। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বরে শেরপুর শহরের গৃর্দা নারায়ণপুর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সত্তর দশকের জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লিখতেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে দেশত্যাগে বাধ্য হন এবং কোলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কোলাজ অংকনসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রকাশনার প্রচ্ছদ তৈরির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করতে ভূমিকা রাখেন। তিনি উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটিসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রচারবিমুখ কবি জীবদ্দশায় কোনো কাব্যগ্রন্থ বের করেননি। ২০১৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় কবিপুত্র শুভজিত নিয়োগীর কল্যাণে

আব্দুর রহমান: একাত্তরের রণাঙ্গণের বীর মুক্তিযোদ্ধা। কবি, গীতিকার ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ০৫। উল্লেখযোগ্য বই: 'মুক্তিযুদ্ধে নালিতাবাড়ী' 'মুক্তিযুদ্ধে শেরপুর', 'আরেকটা যুদ্ধ চাই', 'জল্লাদের দরবার'।

তালাত মাহমুদ: কবি, সাংবাদিক ও কলামিস্ট। জাতীয় সাহিত্য সংগঠন 'লেকশি'র সভাপতি। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে পেয়েছেন 'জিলবাংলা সাহিত্য পুরস্কার'। দৈনিক ঢাকা রিপোর্ট-এর সিনিয়র সহকারী সম্পাদক।

খন্দকার মকবুল হক: কবি ও ভ্রমণ গল্পকার। জন্ম: ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখহাটি মহল্লায়। পঞ্চাশ দশকের কবি। টিএন্ডটি কর্মকর্তা ছিলেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ০২টি। কাব্যগ্রন্থ: 'প্রেয়সী' (২০০২) এবং 'শেষ বিকেলের পংতিমালা' (২০০৩)।

খন্দকার মউলুদুল হক: কবি ও ছড়াকার। জন্ম: ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে শেখহাটি মহল্লায়, মৃত্যু: ২০১০। ষাটের দশকের কবি। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ: প্রকাশের অপেক্ষায়– ০২টি।

মুহাম্মদ আবু বকর: কবি, সম্পাদক সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া। কাব্যগ্রন্থ: 'ক্ষয়িষ্ণু আব্রু'।

আব্দুর রেজ্জাক: সাংবাদিক, কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'আমাকে বলতে দাও' ও 'প্রতিদিনের শব্দ'।

উদয় শংকর রতন: জন্ম শেরপুর শহরে। 'নিসর্গের নীল খামে'।

হাদিউল ইসলাম: জন্ম: ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ, মাটিয়াকুড়া, শ্রীবরদি, শেরপুর। নব্বই দশকের শক্তিমান কবি। এশিয়াটিক সোসাইটির অধীনে গবেষণামূলক কাজ করেছেন। ছোট্ট পরিসরের কবিতায় নানারকম থিম নিয়ে যেমন কাজ করেন, তেমনি তাঁর কবিতায় ছন্দ ও আদিকবৈচিত্র্যও চোখে পড়ে। শীর্ষ দৈনিকসহ বিভিন্ন সাময়িকীতে নিয়মিতই লিখছেন। পেশায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুটি। 'ধুলোকালস্রোত'(২০০৪), 'আগুনের শিরদাঁড়া'(২০১৯)।

জ্যোতি পোদ্দার: ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ, নালিতাবাড়ি, শেরপুর। কবি, গবেষক, প্রকৃতিপ্রেমী, আলোকচিত্রী। 'সাহিত্যের চাতাল' নামে শেরপুর জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাওয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যবান ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে নিবেদিত প্রাণ। জ্যোতি পোদ্দার এর কবিতার প্রধান শক্তি তাঁর অনুভূতির সততা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'করাতি আমাকে খুঁজেছে'(২০১৬), 'দুই পৃথিবীর গ্যালারি'৯২০১৯), 'ইচ্ছে ডানার গেরুয়া বসন'। পেশায় সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষক।

আব্দুল আলীম তালুকদার: ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ০২ ফেব্রুয়ারি শেরপুর সদরে জন্মগ্রহণ করেন। কবি, গবেষক, ভ্রমণ গল্পকার, প্রাবন্ধিক। পেশা: অধ্যাপনা, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), এমফিল ও পিএইচ. ডি (ঢাবি), এনসিটিবির সদস্য। দেশের শীর্ষ দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখালেখি করেন। প্রকাশিত বই: ০১টি। ভ্রমণ গল্প: 'আমার দেখা ভারতবর্ষ', প্রকাশকাল, ২০২২।

তারেক হাসান: কবি ও কথাসাহিত্যিক। জন্ম: ১৯৮৪ খ্রি., নন্দীর বাজার, শেরপুর। বীরমুক্তিযোদ্ধা মরহুম ছায়েদুল ইসলামের ২য় সন্তান। পিত্রালয় চান্দের নগর, শেরপুর। ছড়া, ছোটগল্প, উপন্যাস ও গান লিখেন। তাঁর বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'রক্তাক্ত সিঁড়ি', আমি বিদ্রোহী বলছি'। গল্পগ্রন্থ: 'নাজিমপুরের নাজিমুদ্দিন'। পেশা: প্রকৌশলী। প্রকাশক, বাবাই প্রকাশনী।

কোহীনূর রুমা: কাব্যগ্রন্থ 'নীল উপাখ্যান'। প্রকাশকাল: ২০১২। **'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি– গ্রন্থমালা শেরপুর'** এর তথ্য সংগ্রাহক।

দেলোয়ার হোসেন: কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম ফুল'। প্রকাশকাল: ২০১২।

রোমান জাহান: কবি। শেরপুর জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশায় আইনজীবী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'কেবল ক্ষয়ে যাওয়ার কাহিনি'।

প্রাঞ্জল এম সাংমা: কবি ও মানবাধিকারকর্মী, কতলামিস্ট এবং অনুসন্ধানী প্রতবিেদক। তিনি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর শ্রীবরদি উপজেলার পাহাড়িগ্রাম হারিয়াকোনায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাঞ্জল এম সাংমা কঠিন বাস্তবতার পথ ধরে বেড়ে উঠেছেন। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িকদাঙ্গা এবং ১৯৭১-এর শরণার্থী জীবনের নির্মম বলি হয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবারের মা-বাবা কিংবা অগ্রজ ভাইবোনের কেউ বেঁচে নেই। ফলে মানুষের নির্মমতা আর প্রকৃতির মাধুর্য তাঁর কবিতার প্রাণশক্তি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'অরণ্যকুটির'।

রবিন পারভেজ: নব্বইদশকের কবি। শেরপুর শহরের কসবা কাঠগড় মহল্লায় ১০ই নভেম্বরে জন্ম। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দৃশ্যের ওপাশে চিহ্নের আড়ালে'। বেশ কয়েকটি ছোটকাগজ সম্পাদনা করেন। 'প্রগতি লেখক সংঘ' নামক সাহিত্যসংগঠনের সাথে জড়িত।

রফিক মজিদ: জন্ম: কবি, সাংবাদিক, ভ্রমণ গল্পকার ও সাহিত্য সংগঠক। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথেও জড়িত। জন্ম: ০২ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ, খরমপুর, শেরপুর টাউন। কাব্যগ্রন্থ: 'অদৃশ্য অনুভূতি'(২০২০) এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি গল্প ও ভ্রমণকাহিনি: 'মেঘালয়ে ফিরে দেখা একাত্তর' (২০২১)।

কাকন রেজা: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। জন্ম: ৬ মার্চ, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা। নিজ জেলা শেরপুর। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'স্থির করে দাও কম্পমান জল', ২০২২।

হাফিজুর রহমান লাভলু: কবি, সাংবাদিক ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। 'সাঁঝবেলায় এসো', প্রকাশকাল, ২০২২।

আনিছুর রহমান রিপন: কবি ও সাহিত্য সংগঠক। 'কষ্টে আছে প্রিয়তমা', প্রকাশকাল, ২০০২।

নীহার লিখন: ৩রা অক্টোবর, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর শহরের শিববাড়ি মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থ: 'আমি আপেল নীরবতা বুঝি', প্রকাশকাল, ২০১৭।

রীতেশ কর্মকার: কবি, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক।

হাসান শরাফত: জন্ম: ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'স্মৃতির পাতায় তুমি', উপন্যাস: 'শেষ পথে দেখা', 'নিয়তি', 'ভুল নম্বরের ভুল'।

অভিজিৎ চক্রবর্তী: কবি। শেরপুর শহরেই জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'ভুল শব্দে আওড়ে গেছি প্রার্থনা' এবং 'কয়েকটি ঝিঁঝিঁ পোকার আর্তনাদ'।

তন্ময় সাহা: কবি। শেরপুর শহরেই জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'ডাকবাক্সের তলার তুলো' এবং 'পদ্ম'।

হুইসেল হোসেনঃ কবি ও ঔপন্যাসিক। লছমনপুর, শেরপুর-এ জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'হাতের চামড়ায় প্রেম থাকে'। উপন্যাস: 'শুধাংসু', 'ওপাড়ের হাওয়া' এবং 'নদী নেবো'।

আজাদ সরকারঃ কবি। জন্ম: ১৫ই জুলাই, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তিনানী ভেলুয়া, শ্রীবরদি। পেশায় প্রভাষক। ২০২০ এ প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ: 'মেঘের জলছাপ'।

রুবেল খানঃ ১৯৯৮ সালের ০৫ই ডিসেম্বর শ্রীবরদি উপজেলার কুরুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি ও সংগঠক। প্রকাশিত একক গ্রন্থ: 'অশ্রুনদীর কাব্য' ২০২০।

ব্রিজেট বেবীঃ ব্রিজেট বেবী চিসিম-এর জন্ম নব্বই দশকের শেষভাগে সদরে জন্ম। পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। আবৃত্তি, উপস্থাপনা ও কারুশিল্পের প্রতি ঝোঁক রয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত। 'গারো সাহিত্যপত্র' নামে একটি ম্যাগাজিন সম্পাদনায় জড়িত। প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘমায়ার কাব্য' (২০১৮)।

বিপ্লব সাহাঃ কবি। জন্ম: নালিতাবাড়ি শহর। কাব্যগ্রন্থ: 'অধরা মাধুরী' ২০১৯।

অশেষ সেনগুপ্তঃ কবি। লছমনপুর, শেরপুর-এ জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'জং ধরা জানালার রোদ', 'তিরবিদ্ধ শালিকের ঘুম'।

কবি ও প্রাবন্ধিক রফিকুল ইসলাম আধার, আরিফ হাসান, আইয়ুব আকন্দ বিদ্যুৎ, নাছিম তালুকদার, মুনিরুজ্জামান জান্নাতুল রিকসনা, আনিসুর রহমান আকন্দ, আজহারুল ইসলাম টিটোর একক বই প্রকাশিত না হলেও প্রত্যেকেই সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিতি মুখ। ডিএফপির তালিকাভুক্ত **ক্ষুদে গল্পকার মুমতাহিনা জাহান** সৃষ্টিশীল কবি ও প্রাবন্ধিক। কবিতাঙ্গনে সুপরিচিত মুখ এবং নিয়মিত লিখে চলেছেন কবি শামছুল আলম শামীম, কবি জামাল শেখ, শরৎ ম্রং প্রমুখ। এছাড়াও রাশেদ আরজু, মাইনুল হাসান প্লাবন, মকবুল হুসেন, শফিউল আলম, নাসির আহমেদ, মেহেদি আহমেদ, ফারুক আহমেদ, আশরাফুল আলম চপল, মোঃ মনিরুজ্জামান, রানা আহমেদ, আইরিন আহমেদ লিজা, আতিয়া রহমান কনিকা, লতিফা হক শ্যামা, সন্ধ্যা রায়, কাজল অহমেদ, এমদাদুল হক, জান্নাতুল ফেরদৌস মিশু, সালমা শৈলী, সোহাগ মিয়া, আছমা জামান, সাজ্জাদ মাহমুদ মমিন, পলাশ আহম্মেদ, স্বজন বিবাগী প্রমুখ।

লোকজ ছড়া, সাধারণ ছড়া, ছড়াকার ও ছড়াগ্রন্থ:

লুলু আব্দুর রহমানঃ ছড়াকার, কবি ও গবেষক। জন্মস্থান: শ্রীবরদি। ছড়ার বই: 'লালঘোড়া টগবগ' (১৯৯৮), 'ভূত পেত্নীর ছা' (২০০২) প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত **'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি–গ্রন্থমালা শেরপুর'** এর তথ্য সংগ্রাহক।

ওবায়দুল সমীরঃ ছড়াকার, গীতিকার, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ০৫ ফেব্রুয়ারি, মধ্যশেরী'র মিয়া বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আপাদমস্তক শিশুসাহিত্যিক। তিনি বাংলাদেশ বেতারের একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে পেয়েছেন 'কথন শিশুসাহিত্য সম্মাননা- ২০১৩', 'সাম্প্রতিক দেশকাল শিশুসাহিত্য সম্মাননা- ২০১৬'। গীতিকার হিসেবে পেয়েছেন 'রাইভা একাডেমি গীতিকবি সম্মাননা-

২০১৯'। প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ: 'খাইছে রে ভাই খাইছে', 'ওলট-পালট', 'আই এম ভেরি সরিং', 'ভূত কপ্রকার এবং কী কী' ও 'ছক্কা ছড়ার ঝাঁপি'। কাব্যগ্রন্থ: 'স্মৃতির অরণ্যে তুমি'। কিশোর কাব্যগ্রন্থ: 'মন হারানোর দিন'। গল্পগ্রন্থ: 'ভূতের হাতে হাতকড়া', 'ভালো ভূত কালো ভূত', 'আমি বাবার লালপরি'। কিশোর উপন্যাস: 'লাল্টু দ্য গ্রেট', 'পটলার ভাই পল্টু'। মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্পগ্রন্থ: 'কুড়িয়ে পাওয়া গ্রেনেড'। উপন্যাস: 'ঝড়ের শেষে'। পেশায় চট্টগ্রাম বারের আইনজীবী। ওবায়দুল সমীরের ছড়া-কবিতা-গল্প দেশের শীর্ষ জাতীয় দৈনিকগুলোতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

নুরুল ইসলাম মনি: স্বভাবসিদ্ধ ছড়াকার। তবে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, আত্মজীবনী ও গবেষণামূলক লেখালেখিতেও সিদ্ধহস্ত ।সন্ন্যাসির ভিটা, নালিতাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তা। বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িত। প্রায় কুড়িটির মতো পাণ্ডুলিপি তৈরি থাকলেও বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দুটি। কাব্যগ্রন্থ: 'হাজার সুরের প্রতিধ্বনি', ছড়াগ্রন্থ: 'মা'।

মোস্তাফিজুল হক: প্রকৃত নাম **খন্দকার মোস্তাফিজুল হক**। তিনি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে শেরপুর শহরের শেখহাটি মহল্লায় জন্মগ্রহণ। তাঁর পিতা কবি ও ছড়াকার খন্দকার মউলুদুল হক, তেমনি তাঁর কন্যা কবি ও গল্পকার মুমতাহিনা জাহান। মোস্তাফিজুল হক মূলত ছড়াকার ও ছন্দ বিশ্লেষক। কিশোর কবিতা, শিশুতোষ গল্প ও শিশুসাহিত্যের অনুবাদ শাখায় বর্তমান সময়ে দেশব্যাপী সমধিক পরিচিত। কবিতা, প্রবন্ধ ও গীতিকবিতা রচনার প্রতিও বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। প্রকাশিত একক গ্রন্থের সংখ্যা মোট ১৬টি। উল্লেখযোগ্য ছড়া ও কিশোর কবিতাগ্রন্থ: 'মধুমতির তীরে'(২০১৮), 'মেঘ নিয়ে যা শঙ্খচিল'(২০২১), অনূদিত গল্পগ্রন্থ: 'সহজভাবে ছোটদের বিদেশি মজার গল্প'(২০১৯), 'ছয় দেশের ছয় রূপকথা'(২০২১), সম্পাদিত গ্রন্থ: 'তিন রসিকের হাসির মেলা'(২০১৯), 'জ্ঞানের আলো'(২০১৯)। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র মাসিক কিশোর পত্রিকা নবারুণ, শিশু একাডেমির মাসিক পত্রিকা শিশু, বঙ্গবন্ধু শিশুকিশোর মেলার মাসিক কিশোর বাংলা পত্রিকার তালিকাভুক্ত গল্পকার। লিখেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত 'ছড়া ও কিশোর কবিতা' গ্রন্থে।

আশরাফ আলী চারু: জন্ম: ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, শ্রীবরদি। ছড়াকার, কবি ও ঔপন্যাসিক। শিশুতোষ গল্পে সুপরিচিত মুখ। নাটক, পুথি, গীতিকবিতা রচনার প্রতিও বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। বেশকিছু বই সম্পাদনাও করেছেন। প্রকাশিত একক গ্রন্থের সংখ্যা মোট ০৯টি। উল্লেখযোগ্য ছড়াগ্রন্থ: 'ছড়ার দেশে পাখির বেশে' (২০১৮), কাব্যগ্রন্থ: 'স্বপ্ন পসরা' (২০২১), গল্পগ্রন্থ: 'টুনটুনির পাঠশালা' (২০১৮), 'লালপুঁটি ব্যাঙমাসি' (২০১৯)। এছাড়াও কলকাতা বইমেলায় প্রকাশ হয়েছে 'গল্পের ঝুলি' (২০২২)। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'স্বপ্ন বিলাসী' (২০২২), উপন্যাস: 'নির্বাক জননী' (২০১৯), 'বসন্ত ছোঁয়নি মন' (২০২২)। নবারুণ, মাসিক শিশু, কিশোর বাংলা পত্রিকার নিয়মিত গল্পকার। অহমিয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে শিশুতোষ গল্প– 'টুনটুনির স্কুল (টুনটুনির পাঠশালা)'।

মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ: জন্ম: ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৫ সাল, চৈতনখিলা, শেরপুর। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গবেষণাধর্মী ইসলামি প্রবন্ধ ও গল্প লিখেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৮। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কাব্যগ্রন্থ: 'তোমাকে খুঁজে ফিরি চৈতালী হাওয়ায়' (২০১৮), 'জীবন ও কবিতা' (২০২০), ছড়াগ্রন্থ: 'প্রজাপতির রঙিন ডানা' (২০১৯), এক পশলা বৃষ্টি। 'গল্পগ্রন্থ: ' ভোর হলো দোর খোল' (২০১৯)। পেশা: শিক্ষকতা।

জাহাঙ্গীর আলমঃ ছড়াকার, কবি ও সংগঠক। জন্মঃ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭২। বরাটিয়া, শেরপুর সদর। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' (২০১৪) কাব্য, 'রূপসী ছড়ার দেশ' (২০২২) প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ।

নূরুল ইসলাম নাযীফঃ ছড়াকার, কবি ও অনুবাদক। জন্মঃ ২০শে নভেম্বর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ, মাটিয়াকুড়া, শ্রীবরদী। ছড়াগ্রন্থঃ 'অনবদ্য ছড়াপদ্য' ২০২২ এ প্রকাশিত।

মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ফকিরঃ ছড়াকার, কবি, গীতিকার ও সাহিত্য সংগঠক। জন্মঃ ০৩ জানুয়ারি, ১৯৮০ খ্রি. নাগপাড়া, শেরপুর টাউন। শহর, শেরপুর। কাব্যগ্রন্থঃ 'বর্ণবাতি' (২০২০), ছড়াগ্রন্থঃ 'এসো সবে করি পণ' (২০২২) এ প্রকাশিত হয়। দেশের শীর্ষ দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে নিয়মিত লিখে চলেছেন। আঞ্চলিক ভাষাতেও ছড়া লিখেন।

মুজাহিদ আমিনঃ জন্মঃ ০১ নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ, ভালুকাকুড়া, নালিতাবাড়ি। প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থঃ 'ভোরের ছবি' (২০১৫), 'রোদ্দুর বৃষ্টি' (২০১৮), গল্পগ্রন্থঃ 'সেই ছেলেটি' (২০১৫) তে প্রকাশিত হয়।

হারুনুর রশিদঃ ছড়াকার ও কবি। জন্মঃ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ, ইন্দিলপুর মধ্যপাড়া, শ্রীবরদি। প্রকাশিত একক গ্রন্থের সংখ্যা ০৪টি। বিভিন্ন সামাজিক ও সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িত।

রাবিউল আলমঃ ছড়াকার ও কবি। আঞ্চলিক ভাষার ছড়ায় যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জন্মঃ ১৭ই অক্টোবর ১৯৭৪ রহমত, শ্রীবরদি। ২০১৯ এ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ 'স্বচ্ছ ভালোবাসা'।

হোসাইন মোস্তফাঃ ছড়াকার ও কবি। জন্মঃ ০১ জুন, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, নবীনগর, শেরপুর টাউন। প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থঃ 'ঠিক তার উল্টা' (২০১০), 'শালিক এবং সুখ' (২০১৬), 'গণেশ গেল উল্টে' ২০১৯ এ প্রকাশিত হয়।

নব্বই দশকের ছড়াকার **খন্দকার রাশেদুল হক** সুপরিচিত নাম। ছড়াকার **রোজিনা তাসমিন**, অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অফিসার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। কবিতা, নাটক ও গল্প লিখেন। **মুগনিউর রহমান মনি**, ছড়াকার, পাখিবিশারদ, প্রকৃতিপ্রেমী ও সাংবাদিক। **শ্যামল বণিক অঞ্জন**, **শেখ ফয়জুর রহমান, জিশান মাহমুদ, মাহমুদ আরিফ, রোমেল খান, শিমুল হোসেন** শীর্ষ দৈনিকে নিয়মিতই ছড়া লিখে চলেছেন।

পুথিসাহিত্য ও পুথিকারঃ

সংস্কৃত 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে 'পুথি' শব্দের উৎপত্তি। এর নাসিক্য উচ্চারণ পুঁথি। হাতে লেখা বইকে আগে পুস্তিকা বলা হতো। আগের দিনে ছাপাখানা ছিল না বলে হাতে লিখেই সাহিত্য রচিত হতো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সব সাহিত্যই হাতে লিখতে হয়েছিল। কোনো কোনোটির হাতে লিখেই একাধিক সংস্করণও তৈরি হয়েছিল। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকেই পুথি বলা হতো। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য ছিল গদ্যপদ্য মিশ্রিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। কাব্যপ্রধান সাহিত্যমাত্রই পুথি, এ কথা বলা যাবে না। মূলত আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে রচিত ধর্মীয় ঘটনা, যুদ্ধ, প্রণয় ঘটিত আখ্যান ও জনপ্রিয় বিষয় কাহিনি নির্ভর পঠনধর্মী পদ্য এবং যা উপস্থিত শ্রোতাকে মোহাবিষ্ট রাখে, তা-ই পুথি। বিষয় ও রস বিচারে পুথিসাহিত্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়: ১. রোম্যান্টিক প্রণয়কাব্য, ২. জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য, ৩.

নবী-আউলিয়ার জীবনীকাব্য, ৪. লৌকিক পীর পাঁচালি, ৫. ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, রীতিনীতি বিষয়ক শাস্ত্রকাব্য এবং ৬. সমকালের ঘটনাশ্রিত কাব্য।

শেরপুর জেলার পুথিসাহিত্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

মৌলবী বসির উদ্দিন: তাঁর রচিত পুথির নাম 'শাহাদত নামা'। রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য জানা যায়নি। অনুমান করা হয় ঊনিশ শতকের শেষদিকের কোনোএক সময়ে রচিত হয়েছিল।

মৌলবী বওয়াজ উদ্দিন: তাঁর রচিত পুথির নাম 'সিরাজুল সুবতাবাদি'। রচনাকাল ঊনিশ শতকের শেষদিকে।

মৌলবী রহমান আলী: বিশ শতকের সূচনা লগ্নে লিখেছেন 'শের আলী খান ও শঙ্খিনী কন্যার পুঁথি' এবং 'তাহ্ইয়াহুচ্ছালাম'। রচনাকাল ঊনিশ শতকের শেষদিকে।

শেরপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে এখনও পুথি পাঠের আসর বসে। বিশেষ করে সদর উপজেলার বাজিতখিলা, শ্রীবরদির ভেলুয়া, নকলার কায়দা ইউনিয়নে এবং নালিতাবাড়ি উপজেলায় পুথি পাঠের আয়োজন হয়। বিশেষ করে নালিতাবাড়ির বীর মুক্তিযোদ্ধা, গীতিকার আব্দুর রহমান ও শেরপুরের চৈতনখিলার এইচ এম মুকুলের পুথিতে আমাদের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শোকাবহ আগস্টের ঘটনাবলি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: 'সেরপুর বিবরণী', 'ইরাবতী ডটকম', 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি- গ্রন্থমালা শেরপুর', 'শেরপুর জেলা পরিচিতি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'ময়মনসিংহ জেলা পরিচিতি', 'জামালপুর জেলা পরিচিতি', 'দি ময়মনসিংহ গ্যাজেটিয়ার', 'নজরুল ইনস্টিটিউট' ও 'উইকিপিডিয়া'। কৃতজ্ঞতা স্বীকার: জ্যোতি পোদ্দার, আশরাফ আলী চারু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নিবন্ধটি বাংলা একাডেমি কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সময় স্বল্পতার জন্য এবং অনেকেই তথ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করায় অনিচ্ছাকৃতভাবে কারোর নাম বাদ পড়ে থাকলে দুঃখ প্রকাশ করছি।